Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 53:17 min.
ID: IDI_AMR106_HH_U_25 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	39	HSC	HDM	55,000 BDT	No	67 Years male	Bangali	Total= 5; Husband (Res)-Wife, Father-Mother, Son & Daughter

প্রশ্নকর্তা:আসসালামুআলাইকুম। ভাই, আমি আসছি ঢাকা মহাখালি কলেরা হসপিটাল থেকে। আমরা একটা বিষয় নিয়ে গবেষনা করছি। সেটা হলো যে আমরা মানুষ এবং বাসাবাড়ি সমুহে যে ধরনের পশুপ্রানী আছে, এগুলো অসুস্থতা হয়। তো এই অসুস্থতা হলে আমরা কোথায় যাই, কার কাছে যাই, কি ধরনের পরার্মশ গ্রহন করি, এটা নিয়ে একটা গবেষনার কাজ চলছে। সেক্ষেত্রে এইযে অসুস্থতা হলে মানুষের এন্টিবায়োটিক ক্রয় করতে হয়, অনেক সময় ডাক্তাররা পরার্মশ দেয় এন্টিবায়োটিক খাওয়ার জন্য। এই সময় আপনারা এন্টিবায়োটিক ক্রয় করেন কিনা এবং করলে সেগুলো যথাযথভাবে আমরা ব্যবহার করি কিনা, এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলবো। তো আমি প্রথমে একটু জানবো ভাইয়া, আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আপনার কথাগুলো রের্কড করবো। কারন হচ্ছে যে এসব কথা তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে লিখে নেয়া সম্ভব না। আমরা কতগুলো বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করবো। তো আপনি কি আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। রেকর্ড করেন।

প্রশ্নকর্তা:ধন্যবাদ। ভাই, একটু প্রথম জানবো, আপনার নামটা একটু বলবেন।

উত্তরদাতা:আমার নাম -------।

প্রশ্নকর্তা:আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:আমি চাকরি করি।

প্রশ্নকর্তা:চাকরি করেন? কোথায় আছেন?

উত্তরদাতা:আমি আছি একটা বিদেশী কোম্পানিতে। গুলশান-১ এ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। গুলশান-১ এ। আপনার পড়াশুনা?

উত্তরদাতা:আমি এইচ এস সি পাস।

প্রশ্নকর্তা: এইচ এস সি পাস? আচ্ছা। আপনার পরিবারে কে কে আছেন?

উত্তরদাতা: আমার পরিবারে মা বাবা আছে আমার। আর আমার বউ, ছেলে মেয়ে।

প্রশ্নকর্তা: টোটাল ছেলে মেয়ে কয়জন?

উত্তরদাতা: একছেলে একমেয়ে, দুইজন।

প্রশ্নকর্তা:আর হচ্ছে বাবা মা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:টোটাল কি ছয়জন?

উত্তরদাতা:হ্যা। দুইছেলে, দুইমেয়ে তিনজন, দুই দুই চার, ছয়জন, হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আমরা কালকে বলছিলাম যে আপনার বাবার বয়সটা একটু কত?

উত্তরদাতা:সিক্সটি ফাইভ ইয়ারস।

প্রশ্নকর্তা: সিক্সটি ফাইভ ইয়ারস। আচ্ছা। ধন্যবাদ। তাহলে আমরা একটু আপনার সাথে কথা বলবো যেহেতু আপনার বাসায় একজন মুরব্বী মানুষ আছেন। পরিবারে ধরেন এই যে মানুষগুলো উনাদের যে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ হয়, এই সময় যদি কোন ঔষধ কিনতে হয় বা হেলথের জন্য, এই সময় ডিসিশানগুলো কে নেয়? সিদ্ধান্তগুলো

উত্তরদাতা:আমারই নিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:আপনিই নেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এখানে কি আপনার বাড়িতে মাঝেমধ্যে কেউ আসে? থাকে? নাকি আপনারা এই ছয়জনই?

উত্তরদাতা:না। আমরা এই কয়জনই থাকি।

প্রশ্নকর্তা:এই কয়জনই থাকেন? না? এখানে কি গরু. ছাগল কোনকিছু আপনারা পালেন?

উত্তরদাতা:না না। গরু ছাগল পালার মতো ইয়ে নেই।

প্রশ্নকর্তা:আপনার পরিবারে মাসিক আয় কত? আপনার সেলারি প্লাস আপনার টোটাল ইনকামটা?

উত্তরদাতা:ফিফটি প্লাস।

প্রশ্নকর্তা: ফিফটি প্লাস। আচ্ছা। ফিফটি প্লাস বলতে আমরা কত ধরে নিবো? একটা যদি ইয়ে বলেন

উত্তরদাতা:এই পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশ এরকম ধরেন।

প্রশ্নকর্তা: পাঁচ পঞ্চাশ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:বাড়িতে আপনার এইযে এই ঘরটা তো আপনাদের, বিল্ডিংটাতো আপনাদের, না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আর কি কি আছে আপনার বাড়িতে? ঘরের মধ্যে?

উত্তরদাতা:আর কি আছে, ঘরের আসবাবপত্র যা থাকে।

প্রশ্নকর্তা:আসবাবপত্র বলতে কি কি ধরনের জিনিসগুলো আছে?

উত্তরদাতা:ঐযে আলমারি, টিভি, ফ্রিজ, শোকেস এগুলি তো থাকে একটা মানুষের বাসায়।

প্রশ্নকর্তা:আপনার বাসায় এগুলি সবই আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে ভাইয়া। এখন আমি শুনবো একটু পরিবারের সবার স্বাস্থ্য সর্ম্পকে। একটু আমাকে বলেন কি অবস্থা, সবার শরীর স্বাস্থ্য কেমন?

উত্তরদাতা:না। সবার শরীর স্বাস্থ্য ভালোই। শুধু আমার বাচ্চাটা আমার মতো হ্যাংলা। আর কিছুই না। এমনে সুস্থই সবাই।

প্রশ্নকর্তা: সবাই আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে, না?

উত্তরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: এরকম কি কেউ প্রায় অসুস্থ থাকে, এরকম কেউ আছে?

উত্তরদাতা: প্রায় না। মাঝেমধ্যে বাচ্চাদের জ্বর হয়। এটা একটা বড়, জ্বর ঠান্ডা লাগে। এটা এরকমই। তাছাড়া আর কিছু নাই।

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবার শরীরের কি অবস্থা?

উত্তরদাতা:উনি অসুস্থ খুব কমই হন। তবে জ্বর আসে। আসলে অনেক অসুস্থ হয়ে যায়। এটাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে অসুস্থ হয় আপনার পরিবারের, তাহলে এই সময়ে দেখাশুনা করেন কে?

উত্তরদাতা:দেখাশুনা সবাই মিলেই করে। আমি করি। আমার বউ করে। মা করে। সবাই যারা যারা থাকে, সবাই করে।

প্রশ্নকর্তা:একটা মানুষ অসুস্থ হলে তার কি কি ধরনের সেবা বা দেখাশুনার প্রয়োজন হয়?

উত্তরদাতা:প্রথমত হসপিটালাইজ করা, দ্বিতীয়ত হলো মেডিসিন খাওয়ানো, তারপর নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া এগুলাই তো মেইন সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা: বেশীরভাগ সময় এব দায়িত্ব পালন করেন কে?

উত্তরদাতা: বেশীরভাগ সময় আমার মা, আমার বউ, এরা করে।

প্রশ্নকর্তা: আপনার মা এবং আপনার বউ। এই মুহূর্তে কি আপনার বাড়িতে কেউ অসুস্থ আছে? ডায়রিয়া বা শ্বাস কষ্ট এরকম কোন কিছু ?

উত্তরদাতা: না। এরকম নাই।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন বাসাতে তো, বাসাবাড়িতে আপনার একটা ফ্যামিলি। একটা ফ্যামিলিতে অনেকগুলো মানুষ আছে। এরকম ধরেন দৈনন্দিন অনেকগুলো কাজকর্ম করতে হয়।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এই কাজকর্ম করতে গিয়ে কেউ কি হঠাৎ করে অসুস্থ হয় বা হয়েছিল?

উত্তরদাতা: না। ঐরকম হঠাৎ করে কেউ হয়না। মানে হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার মধ্যে এই বাচ্চাটার জ্বর হয়ে যায়। যে বৃষিটতে ভিজলে একটু জ্বর হয়ে যায়। আর তেমন এরচেয়ে বেশী কিছু হয়না।

প্রশ্নকর্তা:বাচ্চা তো ছোট। দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে আপনি যেমন ভাবী, আপনার মা, আপনার আব্বা, উনারা এই ধরনের কখনো কাজ করতে গিয়ে কি কোন ধরনের অসুস্থতায় ভোগে? ৫:০০

উত্তরদাতা:অসুস্থতায় ভোগে মানে মাঝেমাঝে একটু দুর্বল লাগে, এই লাগে, সেই লাগে। তখন হয়তো প্রেসারটা মাপা, প্রেসারের ঔষধ খাওয়া। মা আবার প্রেসার আছে। হের প্রেসারের ঔষধ খাওয়া, এটা এটা , এগুলাই। প্রেসারের ঔষধ একদিন না খেলে আবার ইয়ে হয়ে যায়। ঐ সময় প্রেসারের ঔষধটা নিয়মিত চেক করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:তো এগুলো আপনারা যখন একজন মানুষের এইযে প্রেসারের কথা বলছেন বা অসুস্থতার কথা বলছেন। এটা কিভাবে বোঝেন? কি দেখে মনে হয় যে উনি একটু শরীর খারাপ?

উত্তরদাতা:উনার ঘটনা হলো একজন মানুষের, যখন মানুষ চলাচল করে তখনই মানুষের সিনটমই বোঝা যায় যে উনার সমস্যাটা হয়তেছে। মনে করেন যে মায়ের একটু মাথাব্যথা আছে। একটু বেশী যেদিনকা বেশী কাজ করে ঐদিন মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। তখন সে শুয়ে থাকে। ইয়ে করে। তখন জিজ্ঞেস করলে কয়, মাথাব্যথা করতেছে। এই রকমভাবে তো বোঝা যায়। একজন মানুষ দৈনন্দিন মানুষ চলাচলে একটু যদি অসুস্থতা হয়ে যায় তখন মানুষের সিনটমই বোঝা যায় যে উনি হয়তোবা কোন প্রকার না কোন বিষয় নিয়ে অসুস্থ, চিন্তিত নাহয় একটু অসুস্থ। ঐভাবে বুঝতে পেরে আমরা ইয়ে করি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কিংবা আশেপাশের ডিসপেন্সারি যা আছে, তার কাছে পরার্মশ নিই। প্রেসার টেসার মাপাইয়া। এটাই তো। আরকি।

প্রশ্নকর্তা:এটা গেল আপনার আম্মার কথা। আব্বার কথা যদি জিজ্ঞেস করি, তখন?

উত্তরদাতা:বাবার, বাবা আসলে সরাসরি অসুস্থ হয়না এরকমভাবে। অনেক কম। তবে যখন অসুস্থ হয় তখন হসপিটাল ছাড়া উপায় থাকেনা।

প্রশ্নকর্তা:কি প্রবলেমগুলো হয়?

উত্তরদাতা:উনার বেশী ঐযে পেটের সমস্যাটা বেশী হয়। কিছু উনি উল্টাপাল্টা খায়লেই ডায়রিয়া হয়ে যায়। আর হলো জ্বর আসে। তাছাড়া উনার অন্য কোন অসুখ এখনো পাই নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে সিনটমগুলো বলছেন, এই সিনটমগুলোর জন্য আপনার যদি অসুস্থ হয়, উনাকে যে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তগুলো কে নেয়?

উত্তরদাতা:এটা আমি নিই। এসব ব্যপারগুলো আমি নিই।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নেন? আচ্ছা। আপনি পরিবারের কয় নাম্বার ছেলে?

উত্তরদাতা:বড় ছেলে।

প্রশ্নকর্তা:আপনি বড় ছেলে। কোথায় নেন?

উত্তরদাতা:আশেপাশে যা মানে যেসব এমবিবিএস ডাক্তার আছে, প্রথমে উনাদের কাছে যাই। উনাদের কাছে যদি মনে করেন দুইএক দিন দেখার পর উনাদের ঔষধ খাওয়ার পরে শেষ না হয় তাহলে হয়তোবা আমরা হাইস্ট উত্তরা পর্যন্ত যাই। এরবেশী আমরা যাইনা। বুঝেন না? উত্তরা যেসব ক্লিনিকগুলা আছে, যেমন এইযে ক্রিসেন্ট আছে, লুবানা আছে। এসব ক্লিনিকের যেসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগুলা আছে, উনাদের দেখাই।

প্রশ্নকর্তা:ধরেন আপনার বাসার মধ্যে কাজ করতেছে, আব্বা কাজ করতেছে বা আপনি কাজ করতে করতে একজন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলেন, তাহলে উনাকে প্রথম আপনারা যান বা কোথায় নেন?

উত্তরদাতা:প্রথম মনে করেন আমার সামনে যেমন একটা ডিসপেন্সারি আছে। উনার কাছে যাওয়া হয়। যে কি অবস্থা, কি হয়ছে, একটু দেখেন। উনি যদি পরার্মশ দেয় যে, না, আমার দ্বারা সম্ভব না। এটা হসপিটালাইজ করেন। তখন মনে করেন যে আশেপাশে যেটা ভালো হসপিটাল আছে, ঐটাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তারপর ঐ জায়গা থেকে মনে করেন অন্য কোন জায়গায় এডমিট করতে হলে, এটা এডমিট করার ব্যবস্থা করি। তাছাড়া তো আর সম্ভব, ইয়ে না। আমি যে সরাসরি এক জায়গায়, ইসে নিয়ে যেতে পারবোনা। যেমন মনে করেন কিছুদিন আগে আমার মেয়ের হঠাৎ করে অনেক ডায়রিয়া হয়ছিল। তিনদিন পর্যন্ত একটা ডাক্তার দেখানোর পরে কাজ হয় নাই। কাজ না হওয়ার পরে আমি ওরে আইসিডিডিআরবিতে নিয়া দুইদন রাখছিলাম। দুইদিন রাখার পর ও সুস্থ হয়ছে। পরে বাসায় নিয়ে আসছি। প্রথম অবস্থায় ঐ জায়গায় তো আমরা, কেউ যায়না। আইসিডিডিআরবিতে এমনিতে অনেক খারাপ অবস্থা। এইটুকুই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে প্রথম বলছেন আপনার বাসার সামনে যে একটা ডিসপেন্সারি আছে। উনার কাছে কি রোগী নিয়ে যান নাকি কিভাবে যান?

উত্তরদাতা:না। রোগী নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তা রোগী নিয়ে যায়তে হয়?

উত্তরদাতা:রোগী নিয়ে যাই। রোগীর কি অবস্থা এটা তো আমার জানতে হবে। রোগী নিয়ে যাই যে উনার কি হয়ছে, যদি বয়স হয় মনে করেন যে প্রেসার পুসার মাপার পরে মাপার পরে প্রেসারপুসার চেক করার পরে যদি দেখি যে অন্য কিছু হয় তাহলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই। আর যদি সাধারনত ছোটখাটো জিনিস হয় যেমন মনে করেন স্বাভাবিক জ্বর। তাহলে দুইটা নাপা খাওয়ায়য়া আজকের দিন দেখি। দেখার পর যদি না কমে তখন তারপর অন্য স্পেশাল

প্রশ্নকর্তা:এইযে নাপাটা খাওয়ায় দেখেন, এই দেখাটা কি আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন নাকি

উত্তরদাতা:না, না। এটা ওরা সিদ্ধান্ত নেয়। ঐযে ডিসপেন্সারি

প্রশ্নকর্তা:ওরা কি বলে?

উত্তরদাতা:যে একদিন, আজকে জ্বর আসছে তো। একদিন নাপা, আজকে, এটা তো এন্টিবায়োটিক না। যে এইযে সাধারন প্যারাসিটেমলটা খাওয়ায়য়া একদিন দেখেন। তারপরে যদি নাহয় পরে এন্টিবায়োটিক খাওয়ায়য়েন নয়তো ডাক্তার দেখান। এটা হলো ওদের সিদ্ধান্ত। আমি অবশ্য খুব কমই এন্টিবায়োটিক খাওয়াই। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকটা কি ভাইয়া?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঐযে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক ঔষধ দেয়। যেমন ঐযে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঐযে ইয়ে দেয়। কি কি নাম আছে। অনেকগুলো নাম আছে। ঐগুলো দেয়।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকটা কি মানে এটা

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কি আমি নিজেও জানিনা। ঐটা একটা ঔষধ। কিন্তু এটা হয়তো হাই প্রোফাইলের ঔষধ। হতে পারে। কিন্তু এটা খাওয়ালে অনেক ক্ষতি হয়, এটাও জানি। কিন্তু আমাদের কোন উপায় থাকেনা। তাছাড়া।

প্রশ্নকর্তা:ক্ষতি হয়। কি ক্ষতি?

উত্তরদাতা:মনে করেন একটা জিনিস, আমার ওয়াইফের একটা ইয়ে যে, উনার একটা ইয়ে ছিল। মানে ইসের মধ্যে মানে গর্ভাবস্থায় ঐটাকে কি বলে ১০:০০

প্রশ্নকর্তা:জরায়ু?

উত্তরদাতা:জরায়ুতে মানে টিউমার হয়ছিল। এটা এখন অনেক আগে। আমার প্রথম বাচ্চা হওয়ার পরে। পরে উনাকে অনেক এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়ছে। এমনকি উনার ঔষধ আমি বাংলাদেশে ঔষধ পাওয়া যেতোনা। ঐ ঔষধ আমি বাইরে থেকে এনে খাওয়াইছি। উনি খাওয়ার পরে উনি এক সময় ঐ ঔষধ খেতে খেতে পরে ঐ ঔষধটা কাজ করেনা। পরে একটা রক্তের ইয়ে দিল। পরে বললো যে, কি একটা গ্রুপ বললো। এই গ্রুপের ঔষধ উনার আর কখনো কাজ করবেনা। এই গ্রুপের ঔষধ উনাকে ধরবেনা। তখন আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, গাইনি বিশেষজ্ঞকে, কেন? কয়, উনি এত এন্টিবায়োটিক খায়ছে যে, এই গ্রুপের ঔষধটা উনার আর রক্তের সাথে মানে উনার শরীরে কাজ করবেনা। এই গ্রুপ চেঞ্জ করে খাওয়াতে হবে। তা এটা একটা ক্ষতি না?

প্রশ্নকর্তা:এটাকে কি বলে? এটা একটা নাম কোন কিছু

উত্তরদাতা:এটার নাম আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে নাই। কি একটা নাম আছে।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে আপনি জানেন যে, এরকম যদি আমরা বেশী, এটা কি হয়ছিল উনার মানে উনি বেশী খেয়ে ফেলছিল বলছে?

উত্তরদাতা:উনি বেশী খেয়ে ফেলছিল মানে মনে করেন যে, বাচ্চা যখন চার মাস বয়স তখন থেকে খাওয়া শুরু করছিল। বাচ্চার দুই বছর বয়স তখন পর্যন্ত খায়ছিল। মানে তিন বছরের মতো খাওয়া হয়ছিল এট এ টাইম।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি নিজে নিজেই খেয়েছে?

উত্তরদাতা:না না। ঐডি হইলো ------- বলে একটা মহিলা আছে। ও হলো হলি ফ্যামিলির গাইনির হেড ছিল। আপনি জানেন কিনা জানিনা। উনি এখন নাই। উনি এই ঔষধটা দিতো। এবং উনি প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর লন্ডন যেতো। তখন উনার বাংলাদেশে এই ঔষধটা পাওয়া যেতোনা। উনি আমাকে ঐ জায়গা থেকে ঔষধ এনে দিতো। এইযে ও হওয়ার সময়। ঐ জায়গা থেকে ঔষধ এনে দিতো। এবং প্রায় একমাস, তিনবার ও এমন অসুস্থ হয়ে গেছিল যে বাচ্চা রাখার মতো অবস্থা ছিলনা। মানে এত ব্যথা ছিল পেটে। পরে ঐটা মানে ফেলায় দেওয়ার-----১২:০০ পরে এই ঔষধ খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে ও মোটামুটি সুস্থ হয়ছিল।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ভাইয়া এইযে বলতেছিলেন যে উনার ঐ গ্রুপের ঔষধটা আর কাজ করবে না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এটাকে কি নাম আছে, এরকম কোনকিছু আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:ছিল। নামি ছল। আমাকে বলছিল ডাক্তার। অনেকদিন আগে তো। মনে নাই।

প্রশ্নকর্তা:এরকম কি শুনছেন যে এন্টিব্যাক্টেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স এটা শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:মানে রেজিস্ট

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ভাইয়া, তাহলে আমাকে একটু বলেন, এন্টিবায়োটিক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো আমি যতটুক জানি ডাক্তার মানে যখন আমার অসুখটা কমবেনা, মানে ইয়ে হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখনই ওরা এন্টিবায়োটিক দেয়। মানে ডাক্তাররা যা ইয়ে কইরা, যা আমি রোগী নিয়া গেছি, এটাই। এছাড়া তো আমি আর কেন ব্যবহার করে, এটা জানিনা। এইটুকুই জানি। যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়, একদিন দুইদিন তিনদিন না কমে, তখন ওরা একটা এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। যেটা একটা ঔষধের নাম কিন্তু এটা ওরা বলে দেয় এটা এন্টিবায়োটিক। এইটুকুই আমরা জানি। আমরা তো ঐ পর্যন্ত কিছু, বেশী কিছু জানা কথাও না।

প্রশ্নকর্তা:কোন ধরনের অসুস্থতার জন্য এন্টিবায়োটিক ভালো?

উত্তরদাতা:আমি মনে করি একমাত্র অপারেশনের যেসব সিজারের রোগী আছে,ওদের জন্য এন্টিবায়োটিক ভালো। আর কোন কাজের জন্য এন্টিবায়োটিক ভালো না। সিজার যারা আছে, সিজার হওয়ার জন্য এন্টিবায়োটিকটা ভালো। তাছাড়া এই জ্বর ঠান্ডা এই ছোটখাটো এগুলার জন্য যত এন্টিবায়োটিক কম খাওয়া যায়, তাই ভালো।

প্রশ্নকর্তা:সিজারের রোগী কি করে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক মনে করেন সিজারটা শুকায়। সিজারটা তো আমার কাটা থাকে। কাটার কারনে ঐ জিনিসটা শুকায়। শুকাতে আমার তাড়াতাড়ি কাজ করে। ঐডা আমার শুকানো দরকার। এই কারনে এন্টিবায়োটিক ভালো। তাছাড়া যত রোগ অছে, এন্টিবায়োটিক কোন জিনিসে এন্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত না।

প্রশ্নকর্তা:এটা কিভাবে কাজ করে শরীরের ভিতরে?

উত্তরদাতা:কোনটা?

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিকটা।

উত্তরদাতা:কিভাবে কাজ করে, এটা তো আর আমরা জানবোনা। এটা আমরা জানার বিষয় না। কিন্তু সিজারের রোগী যেমন, আমারও সিজার হয়ছে একটা।

প্রশ্নকর্তা:আপনার কি হয়ছে?

উত্তরদাতা:আমার এপেন্ডিসাইটিস। এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে ঐটা তাড়াতাড়ি শুকায়ছে। এটা জানি। আর এমনে ডাক্তার বলছে, আপনি যদি না খান, তাহলে এটা আপনার শুকাতে দেরী হবে। এটাতে আপনার ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। ঐটা খায়লে আপনার তাড়াতাড়ি শুকাবে।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন বা কত ডোজ, কোর্সের কথা কিছু বলছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। বলে। একটা ইয়ে বলে। এন্টিবায়োটিক একটা ইয়ে থাকে। তিনদিন, সাতদিন। পনের দিন। এরকম একটা কোর্স তো থাকেই সব এন্টিবায়োটিকের।

প্রশ্নকর্তা:ঐযে ভাবীর কথা বলছিলেন। উনি লং টাইম তিনবছর ধরে খায়ছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। উনি অনেকদিন ধরে খায়ছে।

প্রশ্নকর্তা:এইযে উনি এই সময় পরামর্শটা কার কাছ থেকে নিয়েছেন নাকি নিজে নিজেই

উত্তরদাতা:না, না। নিজে নিজে খাওয়াইনি। বরঞ্চ আমি আরো কম খাওয়াইছি। ঐযে বললাম না, --- একজন ম্যাডাম ছিল। হলি ফ্যামিলির গাইনির হেড ছিল। উনি এটার ইয়ে দিছিল। সাজেষ্ট করছিল। যে এটা

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তার যতগুলি বলছিল, সবগুলো শেষ করছে মানে কোর্সটা কমপ্লিট করছে কিনা?

উত্তরদাতা:কোর্সটা কিছু কমই খাওয়ানো হয়ছে। কোর্স পুরা খাওয়ানো হয় নাই। কারনএটা আমি এতদিন খাওয়ানোর পরে আমি ইচ্ছা করেই পরে আর কিনি নাই। ১৫:০০

প্রশ্নকর্তা: কেন?

উত্তরদাতা:যে অনেকদিন হয়ে যায়তেছে। এন্টিবায়োটিক আমি এমনি তো জানি মোটামুটি যতটুক বসি মানুষের সাথে। সবাই তো বলে এন্টিবায়োটিক খাওয়াটা ক্ষতি। তাই এতদিন খাওয়ানোর পরে আর চিন্তা করলাম আর খাওয়াতে হবেনা। এখন যেহেতু সুস্থ, এখন আর খাওয়াতে হবেনা। এর লাইগা আমি খাওয়াই নাই। বুঝেন নাই?

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনারা নিজেরা নিজেরা বন্ধ করে দিছেন?

উত্তরদাতা:নিজেরা নিজেরা বন্ধ করে দিছি।

প্রশ্নকর্তা:পরবর্তীতে যখন আরেকবার আরেকজন ডাক্তারের কাছে গেলেন, তখন যে ঐ ডাক্তার বললো যে উনি বেশী খেয়ে ফেলছে বা ঐটা মানে বিষয়টা কি হয়ছিল তখন?

উত্তরদাতা:ঐ বিষয়টা খেয়ে ফেলছে মানে অন্য একটা ডাক্তারের কাছে যখন গেছি তখন উনি যখন এই গ্রুপের ঔষধটা দিছে। এই ঔষধটা দেওয়ার পরে কাজ করতেছেনা। দুইদিন পরে আবার গেলাম। কোন তো কমতেছেনা। তখন একটা রক্ত পরীক্ষা দিল। এই পরীক্ষাটা করে নিয়ে আসেন। পরে পরীক্ষাটা করলাম। পরীক্ষা করার পরে দেইখা বললো, উনাকে এই গ্রুপের ঔষধ আর কাজ করবেনা। তখন বললাম যে, কেন। তখন বললো যে এই গ্রুপের ঔষধ উনি এই গ্রুপের এন্টিবায়োটিক এত খেয়ে ফেলছে যে, এই গ্রুপের, অন্য গ্রুপ খাওয়াতে হয়বো। এখন এটা উনাদেরই ধারনা নাকি আমার ধারনা এটা আর কিছু জানিনা। পরে থেকে উনি গ্রুপ চেঞ্জ করে দিছে। চেঞ্জ করে দেওয়ার পর আবার কাজ করছে। তাতে বোঝা গেল যে তা সত্যি হতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এইযে এন্টিবায়োটিক আমরা কিনি, এজন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য প্রেসক্রিপশন লাগে। কিন্তু আমার এই এলাকার লোকাল কিছু আছে। ওরা প্রেসক্রিপশন ছাড়াও দেয়। কিন্তু এটা দেওয়া উচিত না।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম দেয়,কি করে, বলেন।

উত্তরদাতা:কিভাবে দেয়, মনে করেন আমি এখন যদি পাতলা পায়খানা হয়, আমি যাই। যেমন মনে করেন কয়েকদিন আগে আমার পাতলা পায়খানা হয়ছিল। আমি তিনটাকার একটা এমোডিস খাইছি। আর একটা পেট ব্যথার একটা নোসপা খাইছি। এটা আমার সাজেশন। আমি এটা নিছি। পরে হে কয়, না, এটাতে শেষ হয়বোনা। আপনি এই একটা এন্টিবায়োটিক দিল। কি একটা ট্যাবলেট কয়, এটা এন্টিবায়োটিক। এই সেই মিইলা ষাট সত্তর টাকা বিল করলো। আমি কই, ভাই, আমার দরকার নাই। আমি ঐদিনকা রাতেই বরিশাল যায়তেছিলাম। কয় কি, আপনি দুরে যাবেন, এগুলি নিয়া যান। আমি বলি, আমার দরকার নাই। আমার এটিই ভালো হয়ে যায়বো। আমি খাই নাই। তো আমার ঐটিতেই ভালো হয়ে গেছে। তো মনে করেন আমি যদি ঐটা খাওয়া শুরু করতাম তাহলে দ্বিতীয়বার হলে আমার ঐটা না খায়লে আর ভালো হয়তোনা। আমার ধারনা এটা।

প্রশ্নকর্তা:কেন, ভালো হতোনা কেন?

উত্তরদাতা:ঐটা অভ্যস্ত হয়ে যেতো আমার শরীর। আমার শরীর ঐটাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতো। যেমন মনে করেন, সোজা একটা কথা ইয়ে করি। আমার মাইগ্রেনের সমস্যা আছে। রোদ উঠলে আমার মাথাব্যথা করে। আমি প্রথমত প্যারাপাইরল খাইতাম, আমার মাথাব্যথা যায়তোগা। দ্বিতীয় অবস্থায় ডাক্তার দেখাইলাম। সে দিল নাপার মধ্যে একটা দশটাকা দামের ট্যাবলেট আছে না? প্যারাসিটেমল গ্রুপের, কি জানি একটা।

প্রশ্নকর্তা:নাপা এক্সটেন্ডেন্ট?

উত্তরদাতা:দশ টাকা কইরা।

প্রশ্নকর্তা:একটা ট্যাবলেট?

উত্তরদাতা:নাপাডল। এবার মনে হয়ছে নাপাডল। পরে নাপাডল খেলাম। নাপাডলেও যায়তোনা। তারপরে আর একটা হলো বেক্সিমকোর একটা দিছে। ঐটাও দশটাকা কইরা। এইযে মনে করেন এখন আর ঐ প্যারাপাইরল খেলে কাজ হয়না। তাতে আমি নিজেই দেখছি নিজেরটা ইয়ে কইরা যখন আমি উপরের হাই প্রোফাইলের কোন ঔষধ খাওয়া শুরু করি তখন আবার লো প্রোফাইলে খায়লে আমার শরীরে কাজ করেনা। তো আমারটা যেহেতু কাজ করেনা, সবারটা তো একই অবস্থা। সবাইতো মানুষ।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কোনটাকে ভাই আমরা লো প্রোফাইল আর কোনটাকে হাই প্রোফাইল বলি, এটা কি জানেন?

উত্তরদাতা:না। আমার ধারনা, জানিনা ঠিকই। কিন্তু আমার ধারনা যে এইযে যেসব এন্টিবায়োটিকগুলো দেওয়া হয়, এগুলা হয়তোবা হাই ইয়ে হয়। হাই ইসের হয়। স্বাভাবিক। মনে করেন একটা প্যারাপাইরলের দাম হলো তিনটার দাম একটাকা। আর একটা নাপাডলের দাম দশ টাকা।

প্রশ্নকর্তা:নাপাডল কি এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক না। ব্যথার ট্যাবলেট। ঠিক আছে? নাপাডলের দাম দশ টাকা। তাহলে দশ টাকা দামের যে ইয়েটা দেওা হয়, যে মেডিসিনটা ঐডার মধ্যে কেমিকেলটা দেওয়া হয়, ঐ মানে আটআনা দামের ঐটার মধ্যে এই কেমিকেলটা দেওয়ার কথা না। সুতরাং এখন আমি দশটাকা দামেরটা খাই। তখন আমি যখন আটআনা দামেরটা খাই তখন আমার কাজ করেনা। তার মানে আমার শরীর আর এটা নিতেছেনা। ঐটাই চায়তেছে। ঐ দশটাকা দামের ঔষধ চায়তেছে। ঠিক আছে? এক সময় দশ টাকা দামেরটাও কাজ করেনা। আরো উপরের জিনিসপত্র আমার শরীরে চায়। তখন তার মানে আমার ধারনা এটাই। যে এন্টিবায়োটিক

খাওয়ানোটা যত কম খাওয়ানো ততই ভালো। এটা আপনারা কি নিয়ে এটা ইয়ে করেন, আমি জানিনা। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত আমার যেসব অভিজ্ঞতা সর্ম্পকে বললাম যে

প্রশ্নকর্তা:এটাই তো আমরা জানার জন্য আসছি যে আপনারা

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা আমাদের শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতি। ক্ষতি, বুঝছেন। যত কম খাওয়া যায় এটা ততই আমার মনে হয় ভালো। কিন্তু আমাদের যে অবস্থা, আমাদের যে মানে এখন এ্রিসর কিছু মানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন, তারে বসলেই, তাদের কাছে গেলেই যেমন আমাদের এখানে একটা ডাক্তার আছে, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডা:২৭। ষ্টেশন রোড বসেন। উনার কাছে গেলেই মনে করেন যে যাই হোক, যাইহোক, উনি ঠান্ডা লাগলেও পাঁচটা এন্টিবায়োটিক থাকবে। জ্বর আসলেও পাঁচটা এন্টিবায়োটিক থাকবে। যদি আপনি লইয়া যান, কিছু হয় নাই, তাও পাঁচটা এন্টিবায়োটিক থাকবে। ২০:০০

প্রশ্নকর্তা:এটা দেয় কেন?

উত্তরদাতা:উনি দেয় হলো মানে উনার ইয়ে বাড়ানোর জন্য। যত তাড়াতাড়ি বাচ্চা সুস্থ হয়। সুস্থ হলে আবার আমার কাছে যাবে।

প্রশ্নকর্তা:তার কাছে আসবে?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটাই তো নিয়ম। তার কাছে আসলে তার, একজন আমি যাবো। আমি আরেকজনরে বললাম, হ্যা, ডা:২৭ এর কাছে গেছিলাম। আমার বাচ্চা একদিনেই সুস্থ হয়ে গেছেগা। তো আমি, আমার শুনে শুনে আপনিও যাবেন। আবার আপনি আরেকজনকে বলবেন। এভাবে দেখা যায় যে, উনার লোকজন বাড়ে।

প্রশ্নকর্তা:উনার লোকজন বাড়তেছে, উনার বিজনেস বাড়তেছে।

উত্তরদাতা: বিজনেস বাড়তেছে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু আল্টিমেট কি হচ্ছে?

উত্তরদাতা:আল্টিমেটলি আমাদের ক্ষতি হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম?

উত্তরদাতা:ক্ষতি হচ্ছে মনে করেন যে ঐযে আমি যে জিনিসটা বলছি, যে একটা হোমিওপ্যাথি, আগে যেমন আমাদের মানে আমরা ছিলাম তখন তো আমরা এই এলাপ্যাথি ঔষধ খাইনি। আমরা ছোট ঠান্ডা কাশি লাগলে হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাওয়াতো আমাদের বাপ মা। এখন তো আমাদের এলোপ্যাথি ঔষধ ছাড়া কাজ হয়না। প্রথমত। দ্বিতীয়ত মনে করেন এমনও কাজ হয়না যে দেখা যায় যে, ঐ ডাক্তারের কাছে যেয়ে এমন অবস্থা করছে যে আমরা এখন সাধারন জ্বর আসলেও এন্টিবায়োটিক ছাড়া কাজ হয়না। নাপা খাওয়ালে, দুইদিন খাওয়ালেও কাজ হয়না। আবার এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে ঠিকই জ্বর কমে যায়তেছে। এই জিনিসটাই আমার মনে, মাথায় ঢুকেনা যে এন্টিবায়োটিকটা কেন খাওয়া, আগে তো আমরা নাপা খাইছি, ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো মনে করেন, ঐযে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিক আছে, যেগুলা ওরা বলে। ডাক্তাররা , এটা এন্টিবায়োটিক, এই সেই। তো এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে কমে যায়। আর এন্টিবায়োটিক না খাওয়ালে কমেনা। এটা একটা ইয়ে না? শরীরের জন্য বারডেন না? হয়তো দেখা যাচ্ছে এই বাচ্চাটা ছয়মাস বয়স। এই বাচ্চাটারে যদি ষাট বছর বয়স হয়, সাধারন একটা জিনিস। আমার বাপ চাচারা মনে করেন, একজন আশি বছর বয়স। ওদের স্ট্রেংথ আছে এখনো। শক্তি আছে। এখন আমার বয়স চল্লিশ। আমার সেই শক্তিটা নাই।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি, কারনটা কি মনে হয়ছে আপনার?

উত্তরদাতা:এটার কারনটা হলো মেডিসিন প্লাস আমাদের খাবার। দুইটাই আমি করবো এটার জন্য।

প্রশ্নকর্তা মেডিসিন কিভাবে আমাদের স্ট্রেংথটাকে লস্ট করে দিচ্ছে?

উত্তরদাতা: লস্ট করে দিচ্ছে মেডিসিন এখন আমরা বেশী খাই। আমরা তো মনে করেন যে পা ব্যথা হয়ছে, মাথাব্যথা হয়ছে, ঐ একটা ভিক্স ঢইলা তারপর একটা ইয়ে কইরা ঘুমায় রইছি, মাথাব্যথা গেছেগা। আর আমরা এখন একটু মাথাব্যথা করলে একটু ঔষধ খাই। এই ঔষধটা কিন্তু মনে করেন আমাদের শরীরের জন্য কিছু না কিছু ক্ষতি করতেছেই। যেভাবেই বলেন আল্টিমেটলি লাষ্ট সময়ে গিয়ে আমাদের একটা ক্ষতি হয়তেছেই। এতে মনে করেন তার যে স্ট্রেংথ, তার যে শক্তিটা আছে, আমার ঐ শক্তিটা নেই। এখন এটা আমরা বুঝতেই পারি। এবং উনারা যদি এখনো খেতে বসে, আমরা ঐখাবার রুচি থাকেনা। একমাত্র খাবার রুচি নষ্ট হয় ঔষধ খায়লে। এটা আমি একেবারে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমানিত। আমার দাঁতে অনেক সমস্যা ছিল। আমি অনেক ঔষধ খাইছি জীবনে। আমার খাওয়ার রুচিটা নষ্ট হয়ছে ঐ ঔষধ খায়য়া। এটা বাস্তব। এটা আমি প্রমানিত একবারে।

প্রশ্নকর্তা:মানে ঔষধের প্রতি এক ধরনের অভ্যস্থতা তৈরী করে দিচ্ছে আমাদের।

উত্তরদাতা:ঔষধে অভ্যস্থ, ঔষধে আমার ক্ষিধা নষ্ট করতেছে। ঠিক আছে? তারপর আমাদের শরীরের যে অনেক যেসব ক্ষুধার সৃষ্টি করে ঐসব জিনিসগুলো নষ্ট করে দিতেছে। আর হইলো ঔষধ বেশী খায়লে গ্যাষ্ট্রিকের সমস্যাটা বেশী হয়। বিভিন্ন কারনে। এটা আমার হয়তেছে।

প্রশ্নকর্তা:তো ভাইয়া, যেটা নিয়ে আমরা বরতেছিলাম যে, এন্টিবায়োটিক, আপনি বলছেন ডাক্তারদের কাছে গেলেই উনারা প্রেসক্রিপশন ছাড়াও আপনাকে দিচ্ছে। কিন্তু আপনি এন্টিবায়োটিক যখন কিনতে যান, তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলে প্রেসক্রিপশন লাগেনা।

প্রশ্নকর্তা:লাগেনা।

উত্তরদাতা:আমাদের দেশে লাগেনা। কিন্তু আমি তো বাইরের দেশেও গেছি। ঐসব জায়গায় আপনি যেকোন ঔষধ কিনতে যান, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ দিবেনা। কিন্তু আমাদের দেশে আপনি এখন গিয়ে একটা বলেন, যেমন মনে করেন এন্টিবায়োটিকের নাম এখন আমার মনে আইতেছেনা। কয়েকটা এন্টিবায়োটিক আছে। গিয়ে বলেন আপনি যেকোন জায়গায়, আপনি যেকোন জায়গায়, বাংলাদেশের যেকোন ডিসপেন্সারিতে বলেন, আমারে এই ঔষধটা দেন। দিয়ে দিবো। অটোমেটিক দিয়ে দিবো। আপনারে জিজ্ঞেসও করবেনা যে কেন নিবেন, কি কারনে নিবেন, জিজ্ঞেস করেনা কেউ। কিন্তু পার্শ্ববতী দেশ ইন্ডিয়াতে, দুবাইয়ে, আমি গেছি ইন্ডিয়া গেছি, দুবাই গেছি তারপরে সৌদিআরবে থেকে আসছি আমি অনেকদিন। ঐ জায়গায় আপনি যেকোন ঔষধ, একটা প্যারাসিটেমলও যদি আপনি খায়তে যান, ঐ প্যারাসিটেমলের জন্য আপনার প্রেসক্রিপশন লাগবো। প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনার প্যারাসিটেমলও দিবেনা।

প্রশ্নকর্তা:তো আমাদের দেশে দেয় কেন?

উত্তরদাতা:আমাদের দেশের ইয়ে নেই। মানে আইন শৃংখলা ঐরকম শক্তিশালী না। তারজন্য। আজকে যদি মনে করেন আপনারা যেটা করতেছেন, এখন যদি শুরু হয় যে কোন এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেওয়া হবেনা। আজকে একজন দিল। সাথ সাথে যদি তার প্রতি মানে একশন নেওয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে তারা আর দিবেনা।

প্রশ্নকর্তা:কেন একশনটা জরুরী কেন? একশনটা দরকার কেন?

উত্তরদাতা:একশনটা দরকার এই কারনে যে আমার আজকে একটা অসুস্থ হলাম। আমি হঠাৎ করে গিয়ে এন্টিবায়োটিক চাইলাম। দিয়ে দিল। একটা এন্টিবায়োটিক শুধু একটা ঔষধ একটা কাজ করেনা। বিভিন্ন কাজ করে। ঐ কাজের কারনে দেখা গেল যে আমি খাইলাম হইলো গিয়া আমার পাতলা পায়খানার লাইগা। ঐ কাজটা ঐটা পাতলা পায়খানার পরবর্তীতে আমার পাতলা পায়খানা ভালো হয়ে গেল তিনদিন পরে। আমি সাতদিন খেলাম। ঐ সাতদিন, ঐ চারদিন যে খায়তেছে ঐ চারদিন অন্য কাজ, অন্যটা যে

ভালো করতেছে, এটা ক্ষতি করতেছে। ক্ষতি করতেছে না এটা? এটা ক্ষতি করতেছে। ঐ ক্ষতির কারনে এন্টিবায়োটিক যখনই কিনতে কেউ যাবে, সাথে সাথে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেউ এন্টিবায়োটিক দিবেনা। দেওয়া উচিত না। ২৫:০০

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু আমাদের দেশে তো প্র্যাক্টিসটা কি?

উত্তরদাতা:আমাদের প্র্যাক্টিস তো আমারে ঔষধ দেন। ডাক্তারের কাছে যায়তে পাঁচশো টাকা ভিজিট লাগবে। এই কারনে আমরা যাইনা। এটা হইলো মেইন সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি নির্দিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিককে পছন্দ আছে? অগ্রাধিকার দেন, আমি্টা খেলে ভালো লাগে। এটা আমি কিনবো, এরকম কোন কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারের কারো জন্য আপনার জন্য বা আপনার আম্মার জন্য বা ভাবীর জন্য?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোন ইয়ে নাই। আমার সমস্যা হলো আমি মনে করেন যে যখনই কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, জ্বর ঠান্ডা এগুলা লাগে তখন নাপা টাপা খাওয়ায়য়া দুইএকদিন। যদি নাপা খাওয়ায়য়া না কাজ হয়, যেমন বাচ্চাদের আমি নাপা নিই। নাপা সিরাপ খাওয়াই। দুইতিন দিন পরে যদি কাজ না হয় ইমার্জেন্সি হয়, তাহলে সব প্রফেসর ডাক্তারগুলা তো বিকালে বসে। সব মানে ওদের চেম্বারে। যদি ইমার্জেন্সি হয়ে যায় তাহলে আমি এক কাজ করি। আর কিছু না পারলে যেসর হসপিটালগুলো আছে, যেমন আমাদের টঙ্গী হসপিটাল আছে। তারপর আরেকটা হসপিটাল আছে আমার জানাশোনা। ঐযে করমতলা ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল আছে, আপনি জানেন কিনা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। জানি।

উত্তরদাতা:এসব হসপিটালগুলোতে সকাল থেকে ডাক্তার বসে। আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে ঐ জায়গায় চলে যাই।

প্রশ্নকর্তা:ঐখানে কখন যান?

উত্তরদাতা:ঐখানে যাই সকালে। দশটার মধ্যে যেতে হয় ঐ জায়গায়।

প্রশ্নকর্তা:মানে কোন পরিস্থিতিতে যান?

উত্তরদাতা:যখন দেখা যায় যে আমি আমার বাচ্চা মনে করেন একশো তিন চার জ্বর বেশী হয়ে গেছে। এখন আর কমতেছেনা। এখন আর লোকালে বলছে যে এন্টিবায়োটিক দেন, ঠিক হয়ে যায়বো। তখন আমি এন্টিবায়োটিক না খাওয়ায়য়া মনে করেন যে ডাক্তারের কাছে যাই। পরে ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশনটা দেয়, উনি তো বুইঝাই দিছে।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার এইযে পরিবারে যদি অসুস্থ হয়, কে নিয়ে যায় কে? ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যায় কে?

উত্তরদাতা:বেশীরভাগ সময় আমি নিয়ে যাই। যদি আমি ঢাকা থাকি। আর যদি ঢাকার বাইরে যদি থাকে তাহলে হয়তোবা আমার বউ যায় নয়তো আমার মা যায়।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনি প্রথম দিকে বলছেন বাসার পাশে এদেরকে ডাকেন, আর একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ পরিস্থিতি মানে একটু যখন খারাপ হয়ে যায় তখন

উত্তরদাতা: খারাপ হয়ে যায় তখন হসপিটালাইজ করি।

প্রশ্নকর্তা:তখন হসপিটালাইজ করেন। এইযে হসপিটালাইজ যাবেন বা এই ডাক্তারের কাছে যাবেন, এই সিদ্ধান্তটা কেন নিলেন?

উত্তরদাতা:সিদ্ধান্তটা মনে করেন যে আজকে রাতে দেখলাম যে আমার বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেছে। বা আব্বা অসুস্থ হয়ে গেছে। তার জ্বর কিংবা পাতলা পায়খানা যাই হোক, তা শিথিলের মধ্যে আছে। যখন জ্বর একশো তিন এর উপরে উঠে যায়, তখন একটা বাচ্চারে তো আর ঘরে বসে থাকা সম্ভব না। এবং পাতলা পায়খানা যখন দেখা যায়যে ঘন্টায় তিন চারবার যায়তেছে। তখন তো তারে নিয়া হসপিটালাইজ করতে হবেই। হয়তো আশেপাশে যে জায়গায় করি কিংবা আইসিডিডিআরবিতে নিই। যে জায়গায় নিই, একটা জায়গায় নিতে হবে। তখন মনে করেন আশেপাশে একটা জায়গায় নিয়া দেখায়য়া লোকাল ঔষধ খাওয়াই। যদি ঔষধে কাজ না হয় তাহলে ভালো কোন জায়গায় এডমিট করার চেষ্টা করি।

প্রশ্নকর্তা:এটা তো ভালোটা যান পরে কিন্তু আশেপাশে যে যান, সেই সিদ্ধান্তটা কেন নেন? মানে কিসের ভিত্তিতে মানে কেন মনে হয় যে এর কাছে প্রথম যাবো।

উত্তরদাতা: আমার মনে হয় যে, ঘটনা হলো যে, প্রথম অবস্থায় হলো প্রথম ইচ্ছা করলে কিন্তু উত্তরা কিংবা মহাখালি আমরা যেতে পারবোনা।

প্রশ্নকর্তা:কেন?

উত্তরদাতা:এখন ইচ্ছা করলে এখন মনে করেন এইযে এখন বৃষ্টি হয়তেছে। কিংবা বাসায় নেই আমি। আমি মনে করেন বাসায় নেই। কাজে আছি কিংবা ঢাকার বাইরে আছি। আমি ঢাকার বাইরে থাকি বেশীরভাগ সময়। ঢাকার বাইরে আছি। তখন বউ ফোন দেয়। কি হয়ছে, ঐ আমার সামনে ডিসপেন্সারি আছে, "স" আছে। "স" কাছে নিয়ে যাও। দেখো, কি হয়ছে। পরে "স" কাছে যায়। "স" কাছে ফোন করে, ভাই কি হয়ছে? কয়, এরকম পাতলা পায়খানা হয়ছে। আমি নরমাল ঔষধ দিছি। দেখেন কি হয়। ঠিক আছে, আজকে থাক। আমি আসি ঢাকায়। তাহলে দেখি, কি হয়। যদি আসি, আসলাম। আর যদি না আসি তাহলে পরের দিন বইলা দিই যে হয়তো ক্রিসেন্ট হসপিটালে ডাক্তারের কাছে

প্রশ্নকর্তা:এইযে "স"র কাছে যান, এই "স" কাছে প্রথম পরামর্শটার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরদাতা: প্রথম পরামর্শটার উদ্দেশ্য হলো আমরা তো আর রোগ সর্ম্পকে জানিনা। ও হলো যাই, যতটুকু করছে, ও এটা সর্ম্পকে জানে। যে এই জিনিসটা কিজন্য হয়ছে। হয়তো দেখা গেছে পেটের খাওয়ার সমস্যার জন্য হয, বইলা দেয়। নয়তো বইলা দেয় যে অন্য জ্বর আইছে, একটু পরে ঠিক হয়ে যায়বো। এসব কারনে যাই। পরে ও হয়তো ওর কাছে ডাক্তার পরিচিতও থাকতে পারে। এই কারনেও যাই। ডাক্তার পরিচিত, তাহলে কোন ডাক্তার ভালো, হের কাছে পাঠায় দেন। আমি যেহেতু ঢাকায় নেই। আপনি ভাবীরে নিয়া আপনি যান নাহলে ভাবীকে ঠিকানা দিয়ে দেন, উনি যাক। এর লাইগা যাই হের কাছে।

প্রশ্নকর্তা:মানে প্রথম প্রাথমিক চিকিৎসা

উত্তরদাতা: প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যাই। আমি যাই। অন্য কেউ যায় কিনা জানিনা। আমি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এইযে উনাদের কাছে যান, এইযে ডাক্তার সাহেবদের কথা বলছেন, এরা ধরেন অনেক ধরনের ঔষধ দিল। একটা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে অনেক ঔষধ লিখলো। তো এইযে ঔষধ, এখন কোনটা নিবেন, না নিবেন এই পরার্শটা আপনারা কিভাবে করেন? সিদ্ধান্ত নেন কিভাবে?

উত্তরদাতা:না। ঘটনা হলো যে আমরা এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারিনা। কারন হলো যখন একটা মানে এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে যাই, তখন উনারা যা ঔষধ দেয়, ঔষধগুলা আমরা কিনি। সব ঔষধ সবাই কিনে। মনে করি যে সব ঔষধ সবাই কিনে এবং যা দাম দিয়া নেয়, সবই দাম কিনে। আমাদের কিছু ডিসপেন্সারি আছে, যে তিনটাকার ঔষধ ত্রিশ টাকাও নিছে। এমনও জিনিস আমি পাইছি।
৩০:০০

প্রশ্নকর্তা:কিরকম একটু বলেন।

উত্তরদাতা: তিনটাকার ট্যাবলেট ত্রিশ টাকাও নিছে।

প্রশ্নকর্তা:কোথায়?

উত্তরদাতা:এটার দাম ত্রিশ টাকা। এখন আমরা বাধ্য, আমরা তো আর জানিনা যে ত্রিশ টাকা না। পরবর্তী অবস্থায় অন্য জায়গায় চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখি যে এটার দাম তিন টাকা। এই গেছে তো গেছেগা। মানুষ তো একবারই ইয়ে করে। এসব কারনে যখন আমরা ঔষধ দেয় এমবিবিএস ডাক্তারের কাছ যাই তখন আমরা ঔষধের ঐসব মানে কম্পেয়ারটা করতে পারিনা। যা ঔষধ দেয়, আমরা সব কিনে নিয়ে আসি। সব খাওয়াতে থাকি।

প্রশ্নকর্তা:মানে উনি যেগুলা দেয়, সবগুলো

উত্তরদাতা:সবগুলোই কেনা হয়।

প্রশ্নকর্তা:ঐখান থেকে কোনটা মানে এখন কিনবো বা পরে কিনবো এরকম কোন চিন্তা করেন?

উত্তরদাতা:না। এরকম কোন প্রকার চিন্তা করা হয়না। আমরা চিন্তা করবো কি, আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে তো আমরাই ঔষধ লিখতে পারতাম। উনি তো দেইখাই ঔষধ লিখছে। এটা এখন আমরা, আমরা না শুধু মিডল ক্লাসের যারা আছে প্রায় সবাই। হয়তো হাই প্রোফাইলে যারা আছে ওরা থাকে, ওদের নিজস্ব ডাক্তার থাকে। ওরা আইসা ইয়ে করে। কিন্তু মিডল ক্লাসের যারা সবাই একই অবস্থা।

প্রশ্নকর্তা:এটা তো গেল ডাক্তারের কাছে। এখন আমরা একটু ফার্মেসি বা যেখান থেকে ঔষধ কিনেন, আপনার যদি কোন ঔষধ দরকার হয় তখন আপনারা কোথায় যান?

উত্তরদাতা:আশেপাশে ফার্মেসিতে যাই।

প্রশ্নকর্তা:এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা:এই সিদ্ধান্ত বাসায় যে থাকে, সে নেয়। মনে করেন, আমি বাসায় থাকলে আমি নিই। বউ থাকলে, মা, যারা বাসার, সবাই নেয় সিদ্ধান্ত। যে এখন ঔষধ দরকার, যাই ফার্মেসিতে নিয়ে যাই।

প্রশ্নকর্তা:এই ঔষধটা কিনতে কে যায়?

উত্তরদাতা:ঐ ঔষধটা কিনতে মনে করেন যে বাসায় থাকে, সে যায়। আমি থাকলে আমি যাই, মা যায়, বাবা যায়। যখন যে সুবিধা। কারন ফার্মেসি তো দূরে না। কাছেই।

প্রশ্নকর্তা:না। এটা কি ধরেন ঘরের মধ্যে যে মুরব্বী উনি যায় নাকি যার দরকার হয়ছে, যেকোন একজন চলে গেল। বিষয়টা কি, অনেক সময় দেখা যায় না, পরিবারে সবচেয়ে মুরব্বী, উনি ঔষধ আনবে, আর কেউ হয়তো আনেনা। এরকম কোন বিষয় আছে কিনা?

উত্তরদাতা: না। ঐটা এখন আর ঢাকা মানে ঢাকা শহরে ঐটা আর চলেনা। ঐযে মুরব্বীরে আর এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়না। দেখা যায় যে মুরব্বী অনেক সময় মুরব্বী মুরব্বী পড়েই থাক। আমরা লইয়া আহি। এটা অতোটা প্রাধান্য, উনাদেরকে বিরক্ত করার দরকার কি।

প্রশ্নকর্তা:এইযে দোকানগুলোতে যান, কেন মানে আশেপাশের এগুলোতে যান? এখানে কি সব ঔষধ পান আপনারা?

উত্তরদাতা:হ্যা। এদিকে সব ঔষধই পাওয়া যায়। আমাদের এদিকে মনে করেন সব ঔষধের, মোটামুটি সব ঔষধই পাওয়া যায়। দুই একটা যদি পাওয়া নাও যায়, তাহলে কয় যে ঠিক আছে, আমি বিকালে আইনা দিতাছি। ওরা আইনা দেয়। এই এলাকায় যা ডিসপেন্সারি আছে আমার সব ঔষধ আইনা দেয়। এই জায়গায় না পেলেও কোনায় একটা আছে দেখছেন না? ঐযে দাড়িওয়ালা। ও আমার , ওরে যদি আমি প্রেসক্রিপশন দিই, ও বিকালবেলা আমার সব ঔষধ আইনা দিবো। আমার যায়তে হয়না কোথাও।

প্রশ্নকর্তা:এই দোকানগুলো তে কি কি ঔষধ পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। কোন বাদ নেই। একেবারে ইনসুলিন থেকে ধইরা মনে করেন যে সবই আছে। ওর কাছে সব কিছুই আছে। সবই রাখে।

প্রশ্নকর্তা:আমরা সাধারনত ভাইয়া কি কি ধরনের অসুস্থতায় ভুগি? কি কি ধরনের ঔষধ এখানে পাই?

উত্তরদাতা:অসুস্থতা তো কোন ইয়া নেই। সাধারনত ব্যথা, জ্বর, ঠান্ডা, কাশি এগুলোই তো সচরাচর লেগে থাকে। এই সিজনটাতে। আর মুরব্বীদের মনে করেন বিভিন্ন রকম অসুস্থ হয়। ডায়বেটিস, হাঁপানি। তারপর হলো প্রেসার। এই তিনটাই, এই কয়েকটা জিনিসই বেশী হয়। আর তো তেমন

প্রশ্নকর্তা:এই দোকানগুলোতে কি কি ঔষধ পাওয়া যায়? সব গুলা পাওয়া যায় নাকি?

উত্তরদাতা:না। এসব ঔষধ ওরা রাখে।

প্রশ্নকর্তা:আপনার পরিবারের সর্বশেষ কার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন?

উত্তরদাতা:এই বাচ্চার, ছোট বাচ্চাটার জ্বর হয়ছিল। তার জন্য নাপা কিনতে গেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা:কতদিন আগে এটা?

উত্তরদাতা:তাও এক মাস হয়বো।

প্রশ্নকর্তা:এক মাস আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো আমরা একটা জিনিস আপনার সাথে আলাপ করতেছিলাম। এন্টিবায়োটিক এর বিষয়টা নিয়ে। তো এন্টিবায়োটিক আপনার পরিবারে সর্বশেষ কার জন্য কিনছিলেন?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বাচ্চারে খাওয়াইছিলাম জ্বরের সময়।

প্রশ্নকর্তা:আপনার বাচ্চাটাকে খাওয়ায়ছিলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কয়টা দেওয়া হয়ছিল, কি, একটু বলেন তো।

উত্তরদাতা:ঔষধ দেওয়া হয়ছিল ঐযে তিনদিনের একটা ডোজ, ছোট। তিনদিনের একটা ডোজ দেওয়া হয়ছিল।

প্রশ্নকর্তা:কি ঔষধ সেটা?

উত্তরদাতা: কি জানি। নাম মনে নাই এখন। অতো মনে থাকেনা আমার ইদানিং।

প্রশ্নকর্তা:কিরকম ছিল এটা?

উত্তরদাতা:প্লাষ্টিকের একটা ডিব্বা। লম্বা। এতটুক। ঐটা অবশ্য এই জায়গায়, আমি এইজায়গায় যাইনি। ঐ করমতলা ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল থেকে ডাক্তার দেখায়ে আনছি। উনিই দিছিল এটা। ঠিক আছে। উনিই দিছিল। ঐ ডাক্তার পরামর্শমতে খাওয়াইছিলাম। নিজে নিজে কিনি নাই।

প্রশ্নকর্তা:তিনদিনের ডোজ ছিল। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:কয়বেলা কতবার খাওয়ায়ছেন?

উত্তরদাতা:এক চামচ করে। রাতে এক চামচ শুধু। ৩৫:০০

প্রশ্নকর্তা:এটা কি ঐযে ডাক্তারের পরামর্শে

উত্তরদাতা:পরামর্শ মতে।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি প্রেসক্রিপশন ছিল?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন ছিল।

প্রশ্নকর্তা:এটা কোথা থেকে কিনছেন?

উত্তরদাতা:এটা কিনছি ঐযে ক্রিশ্চিয়ান হসপিটাল থেকে আনা হয়ছে।

প্রশ্নকর্তা:কত টাকা লাগছে?

উত্তরদাতা:একশো কত টাকা যেন। একশো টাকার উপরে।

প্রশ্নকর্তা:এইযে এন্টিবায়োটকটার নামটা আপনি বলতে পারছেন না। কিন্তু এটা কি এভেইলএবল কিনা মানে সব জায়গায় আমরা পাই কিনা?

উত্তরদাতা:তবে একটা জিনিস কি, ঐ ক্রিশ্চিয়ান হসপিটালে যেসব ঔষধগুলো দেওয়া হয়, ঐগুলো বাইরে খুব কম পাওয়া যায়। ঐ জায়গা থেকে বাইরে খুব কম পাওয়া যায়। ওদের ঔষধ বাইরে পাওয়া মানে পাঁচটা ঔষধ দিলে তিনটা পাওয়া যায়, দুইটা পাওয়া যায়না।

প্রশ্নকর্তা:কারন কি?

উত্তরদাতা:কারন, ওরা সরাসরি ঐ মানে কোম্পানি থেকে নিয়া নেয়। কোম্পানি অনেক সময় প্রোডাকশন ইয়ে থাকে না? শর্ট থাকেনা? ওদেরটা দিয়া পুরা কইরা তারপর অন্য জায়গায় দেয়। এরজন্য অন্য জায়গায় পাওয়া যায়না অনেকটা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি এন্টিবায়োটকটা আপনি বরতে চাচ্ছেন শুধু হসপিটালের ঐখানে পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: না। পাওয়া যায়। কিন্তু আমি ওদের কাছে ডাক্তার দেখায়য়া পাইছি মাঝেমধ্যে ওদের ঔষধগুলি বাইরে পাইনি। কিছু কিছু ঔষধ পাইনি বাইরে।

প্রশ্নকর্তা:আপনি ঐযে দামের কথা বলছিলেন, এটা কি মনে হয় আপনার যে দামটা কেমন? এটা কি আমাদের নাগালের মধ্যে? ধরেন একজন মধ্যবিত্ত মানুষ, একজন গরীব মানুষ, একজন উচ্চবিত্ত মানুষ

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটকটা দামটা নাগালের মধ্যে না। এন্টিবায়োটিকের দাম আরো কমানো উচিত। অনেক বেশী। একটা এন্টিবায়োটকের দাম একশো পঁচানব্বই টাকা। দুইশো টাকা। দুইশো পঁচানব্বই টাকা এরকম হয়। মানে এটা অনেক বেশী। এটা হওয়া দরকার হাইষ্ট পঁচাত্তর আশি নব্বই একশো টাকার মধ্যে থাকা উচিত। প্রত্যেকটা এন্টিবায়োটকের সিরাপের দাম বাচ্চাদের একশো পঁচানব্বই টাকার নীচে নাই। উপরে আছে সব।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি সিরাপ? বাচ্চাদের এন্টিবায়োটিকটা সিরাপ থাকে মানে রেডি করা থাকে?

উত্তরদাতা:রেডিমিক্স। রেডি থাকেনা। ঐটার মধ্যে পানি মিশায়ে রেডিমিক্স করতে হয়। মানে একটা পাউডার থাকে।

প্রশ্নকর্তা:পাউডার

উত্তরদাতা:পাউডার থাকে।

প্রশ্নকর্তা:এটাতো বাচ্চাদের কথা বললেন। বড়দের এন্টিবায়োটিকের কথা যদি আমরা বলি, ওগুলোর দাম বা এগুলো কেমন

উত্তরদাতা:ঐগুলোর দামও বেশী। বড়দের এন্টিবায়োটিক তো বেশীরভাগ ক্যাপসুল হয়। ঐগুলা বেশীরভাগ ক্যাপসুল হয়। আর একটা ক্যাপসুলের দাম, প্রত্যেকটা এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুলের দাম পঁয়ত্রিশ টাকার নীচে নাই। তো এই পঁয়ত্রিশ টাকা কইরা মনে করেন একজন মানুষ মধ্যবিত্ত একজন মানুষ, তারে যদি আপনি পনের দিন এন্টিবায়োটিক খায়তে কন সকাল বিকাল দুইটা কইরা। পনের দিন খায়তে কন, তাহলে পনের দিনে ডেইলি সত্তর টাকা শুধু এন্টিবায়োটিক আসবো। আরো ঔষধ আছে, এসব মিলায়ে তার পনের দিনে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঔষধের পিছনে চলে যাবে। এই টাকাটা তার জন্য ব্যায় করাটা খুব বেশী ইয়ে হয়ে যায়। এন্টিবায়োটিক ঔষধের, প্রত্যেকটা ঔষধের আমার মনে হয় মিনিমাম দশ টাকার নীচে করা উচিত। দশ টাকার উপরে কোন ঔষধ থাকবেনা বাংলাদেশে। যেমন বাইরে নাই এটা। বাইরে আপনার ইন্ডিয়াতে আপনি যাবেন। ইন্ডিয়াতে আপনার হাইষ্ট মনে হয় সাত টাকার উপরে কোন ঔষধ নাই। আপনি যতই ভালো ঔষধ কিনেন। সাতটাকা, সাত রুপির উপরে কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো আমাদের দেশে এত বেশী কেন?

উত্তরদাতা:আমাদের দেশে বেশ হলো কারন আমাদের দেশে হলো সবাই যার মাথায় যে কাঁঠাল ভাইঙাগা খায়তেছে, কেউ কিছু বলতেছে না। প্রশাসন ঐরকম ইয়ে না। কেউ কিছু বলতেছেনা। এইযে মনে করেন যে বেক্সিমকো একটা কোম্পানি। বেক্সিমকো কোম্পানিতে হাজার হাজার মনে হয় কয়েকশো কোটি টাকার ঔষধ এখনো পড়ে রয়ছে। ঐ ঔষধগুলোই আমরা খায়তেছি। কিন্তু ঘটনা হইলো যে উনার সরকারি ট্যাক্সও দিতে হচ্ছেনা আবার উনার ঔষধের দাম বাড়ায়তেছে প্রতি তিনমাস পরপর।

প্রশ্নকর্তা:এভাবে বেড়ে যাওয়ার কারনটা কি মানে কি, এইযে লাগামের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এটা সরকার যদি না নেয় তাহলে আমাদের কোন ইয়ে নাই তো। সরকার এটার ইয়ে নিতে হবে, পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার যে আমাদের মানে আমাদের দেশের মানুষের ইনকাম সোর্স এবং হইলো মানুষের যে গন্ডি আমাদের, মধ্যবিত্ত মানুষগুলো বেশী। মধ্যবিত্ত মানুষের কথা চিন্তা করে এই ঔষধ, মেডিসিন দামগুলো, মেডিসিন এবং হলো ডাক্তার। ডাক্তারের ভিজিট এখন অনেক বাড়ায় দিছে। ডাক্তারের ভিজিট প্লাস হলো মেডিসিনের দাম কমানো মানে অতি সত্তর জরুরী। এই দুইটা জিনিসের। আগে

তিনশো টাকা হলে একজনে এফআরসিএস ডাক্তার দেখানো যেতো। এখন এক হাজার টাকার নীচে এফআরসিএস ডাক্তার দেখানো যায়না।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আপনার কাছে কি মনে হয়, আমরা যে ধরেন আশেপাশে যে ফার্মেসিগুলো আছে, এখানে কি এমবিবিএস ডাক্তাররা বসে নাকি এখানে এমবিবিএস না। কারা বসে?

উত্তরদাতা:আশেপাশে ফার্মেসিতে এমবিবিএস ডাক্তার বসেনা।

প্রশ্নকর্তা:বসেনা। তো এইযে এখন আপনার কাছে কি মনে হয় যে একজন এফআরসিএস বা একজন এমবিবিএস, ভালো যে ডাক্তার, তার ভিজিট অনেক বেশী, আপনি বলতেছেন।

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা:আর এর কাছে হয়তোবা আপনারা কিজন্য যাচ্ছেন? এই দুই জায়গার পার্থ্যক্যটা কি মানে কেন আমরা যাই?

উত্তরদাতা: পার্থ্যক্যটা হলো আমি একটা জিনিস মনে করেন যে ঐ কোনায় একটা ডিসপেন্সারি আছে। আমি করিনা। কিন্তু অন্যরা করতেছে। মনে করেন যে ঐ আপনার বাচ্চার জ্বর হলো। জ্বর হওয়ার পরে প্রথম নাপা খাওয়ার পরে আপনার এন্টিবায়োটিক দিল। ঐ আপনার পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা ভিজিট দিয়ে যে এন্টিবায়োটিকটা দিতেছে, উনিও সেই এন্টিবায়োটিকটা দিতেছে। এজন্য মানে অনেকে ডাক্তারের কাছে যায়না। যে অঅমারে পাঁচশো টাকা ভিজিট না দিয়ে তো ই এন্টিবায়োটিকটা আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনতে পারতেছি। তাহলে ঐ পাঁচশো টাকা আমি না দিয়ে তো ওরে দেখায়লে তো আমার বাচ্চা ভালো হয়ে যায়তেছে। এই কারনে অনেকে ডাক্তারের কাছে যায়না। ৪০:০০

প্রশ্নকর্তা:তার মানে ভিজিট একটা বিষয়। অনেক টাকা।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:এজন্য মানুষ

উত্তরদাতা:ডাক্তারের কাছে যায়না।

প্রশ্নকর্তা:আশেপাশে কাছে যাচ্ছে। তো এইযে ইয়া এমবিবিএস না, উনি কিভাবে এই প্রেসক্রিপশনটা দিচ্ছে বা কিভাবে এই ঔষধগুলি দিচ্ছে?

উত্তরদাতা:উনি দিতেছে হলো, আমার দেখা হলো, দুইটা মানুষরে আমি আমার বয়সে দেখছি। আমি তো এই এলাকায় জন্ম এবং এই এলাকায় বড়। ঐ টিএনটি একজন এবং ঐডাই। উনারা অভিজ্ঞতার উপরে জাষ্ট অভিজ্ঞতা, আর কিছু না। উনাদের কোন প্রকার ঐযে এমবিবিএস ডাক্তারের কোন সার্টিপিকেট নাই, কিছুই নাই। উনারা দিতে দিতে যে এই এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ালে এই কাজ করে। এটা দিতে দিতে উনি অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। তাই এখন ঐডার উপরে দিতাছে।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে কখনো ভুল চিকিৎসার একটা সম্ভাবনা আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। উনি একটা ভুল চিকিৎসা করছে তো। যার জন্য উনি মাসুলও দিছে। এই ধরনের ভুল চিকিৎসা হয় তো। হয় এটা নিয়ে।

প্রশ্নকর্তা:কারন কি, একদিকে বলতেছেন অভিজ্ঞতা আছে। উনি দিতে পারতেছে। আরেক দিকে বলতেছেন ভুল চিকিৎসাও হচ্ছে।

উত্তরদাতা: ভুল চিকিৎসা হচ্ছে মানে উনি প্রথম হলো আমার এই জায়গায় থাকতো ভাড়া। বুঝছেন? তারপরে এই বাসার একটা বাসার মানি কি যেন একটা সেন্সলেস হয়ছে। সেন্সলেস হওয়ার পরে কি একটা ইনজেকশন দিছে। ইনজেকশন দেওয়ার পরে ঐযে সেন্সলেস হয়ছে। উনি আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। উনি মারাই গেছেন। অনেক ইয়ে হয়ছে এটা নিয়া। এখন উনার একটা ইয়ে হয়ছে যে একটা জিনিস উনার পাইছি যে গুরুতর কিছু হলে মনে করেন আপনার বাচ্চা নিয়ে গেছেন, যদি একশো তিন জ্বর উঠে, উনি আর দেখবেনা। উনি তখন করে কি হসপিটালাইজ করতে পাঠায় দেয়। কারন, উনার একটা শিক্ষা হয়ে গেছে। উনি হসপিটালাইজ করতে পাঠায় দেয়। এমনকি সাপোজিটরটা দিতেও উনি রাজী না। তখন বলে যে, না, আপনি ইয়ে নিয়ে যান। হসপিটাল নিয়ে যান। হসপিটালে যা হয়, তাই। আমি পারুমনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ভাইয়া আপনার বাচ্চার জন্য যে ঔষধ কিনছিলেন, এন্টিবায়োটিক কিনছিলেন, এই ঔষধগুলো খাওয়ায়য়া ওর কি অবস্থা? আপনি কি ওগুলো যে খাওয়ায়ছেন, ও কেমন ফিল হয়ছে?

উত্তরদাতা:না। ঐযে জ্বর একদিন দুইদিন খাওয়ানোর পরে ভালো হয়ে যায়। এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পরে ভালো হয়ে যায়, নাপায় ভালো না হলে।

প্রশ্নকর্তা:এগুলা খেয়ে কি আপনারা কি হ্যাপী, খুশি কিনা? ওরে যে দিছেন ঔষধগুলো, এগুলা খাওয়ায়য়া আপনার অনুভুতি কি?

উত্তরদাতা:খুশির ঘটনা মনে করেন একটা জিনিস, আপনি যখন অসুস্থ থাকবেন তখন আপনার যে জিনিসটা দিয়ে ভালো হয়বো, তাই আপনি খাওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আপনার তো ঐ জিনিসটা প্রথম হলো আপনার নাগালের মধ্যে কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে। দ্বিতীয়ত আপনার শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর ঐ জিনিসটাও চিন্তা করতে হবে। কিন্তু আপনার চিন্তা করি নাই এই কারনেই যে আমার বাচ্চা ভালো হলেই আমার ভালো। কিন্তু আসলে এটা অতটুক পরিবেশ মানে শরীরের সাথে সমঞ্জস্য নিবে এই জিনিসটা আমাদের যাদের আমাদের কেমিষ্ট আছে, এন্টিবায়োটিকগুলো বানায়, ওদের এই জিনিসগুলো চিন্তা করেই আমাদের বানানো উচিত। যে ইয়ে করতেছে, একটা ছয়মাস বয়সের বাচ্চার এই এন্টিবায়োটিকটা খাওয়ালে কতটুক তার রিএকশন করবে আর কতটুক একশন করবে। সব জিনিস পরিবেশ চিন্তা করে আর সবচেয়ে প্রথম কথা হলো এন্টিবায়োটিকের দাম আরো নিয়ন্ত্রিত আনা উচিত।

প্রশ্নকর্তা:আপনি তো আপনার বাচ্চাকে খাওয়ায়ছেন। সর্বশেষ তো আপনার বাচ্চার কথাই বললেন। এইযে খাওয়ায়ছেন, এটা খাওয়ানোর পরে আপনাদের অনুভুতি, আপনারা কি ভালো মানে হ্যাপী কিনা?

উত্তরদাতা:বাচ্চা ভালো হয়ছে। বাচ্চা ভালো হলে তো অবশ্যই খুশি হওয়ার কথা। বাচ্চা ভালো হয়ছে। ঠান্ডা ছিল, ইয়ে ছিল।

প্রশ্নকর্তা:এখন কি অবস্থা তার?

উত্তরদাতা:এখন ভালো। ঐযে এখানে বসে ছিল আমার কোলে। এটাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এরকম ধরেন ঔষধ বাসাতে নিয়ে আসছেন, এন্টিবায়োটিক নিয়ে আসছেন। কারো অসুস্থতার সময়। ঔষধগুলা খাওয়ায়তেছিলেন। ধরেন পাঁচদিনের বা সাতদিনের ঔষধ দিয়েছে। তিনদিন খাওয়ানোর পরে ভালো হয়ে গেছে। বাকী ঔষধ রাইখা দিছেন। ভবিষ্যতে খাওয়াবেন।

উত্তরদাতা:না। এটা অন্যরা কি করে জানিনা। আমি মনে করেন যে আমি যতটুক জানি এন্টিবায়োটিক ঔষধ যদি আপনি একদিন গ্যাপ দেন, ঐ ঔষধ আর খাওয়ানো যায়না। ঐ ঔষধ বাদ। আর হলো যেকোন অন্যান্য ঔষধ বা ইয়ের ঔষধ মানে পনের দিনের পরে কোন ঔষধই মানে ঐ ঔষধ আর কাজ করেনা। একমাত্র ট্যাবলেট ছাড়া। ট্যাবলেট ইনটেক থাকে। কোন সিরাপ জাতীয় কোন জিনিস পনের দিন যদি আপনি একসাথে রেখে দেন, মুখা খোলার পরে, ক্যাপ খোলার পরে, আপনার ঐ ঔষধ আর কোন কাজ কেরনা। বরঞ্চ ক্ষতি হতে পারে। এটা হলো আমার অভিজ্ঞতা। অন্যরা কি করে আমি জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ঐযে এন্টিবায়োটিকের কথা বলতেছিলেন যে, কি কথাটা বললেন আপনি?

উত্তরদাতা:একদিন গ্যাপ দিলে ঐটা আর খাওয়ানো যায়না।

প্রশ্নকর্তা:মানে এরকম কি কখনো হয় যে আপনি সাতদিনের ঔষদ নিয়ে আসছেন, তিনদিন খাওয়ায় ভালো হয়ে গেছে। বাকীটা আর খাওয়ান নাই বা রেখে দিছেন। ভবিষ্যতে আবার খাওয়াবেন?

উত্তরদাতা:না। ভবিষ্যতে খাওযাবো, এরকম রাখি নাই। তবে আমি বাসায় ছিলামনা, গত কয়েকমাস আমি। আমার পোলাটারে এরকম করছি। তিনদিন খাওয়ানোর পর জ্বর ভালো হয়ে গেছে। আর খাওয়াইনি। পরে ঐটা ফেলে দিছি।।

প্রশ্নকর্তা:ফেলে দিছেন?

উত্তরদাতা:আর খাওয়ানোর কোন ইয়ে নাই। এটা বাদ হয়ে গেছে। ৪৫:০০

প্রশ্নকর্তা:মানে আপনার রাইখা দেন না যে এটা আবার খাওয়াবো, এটা মনে করে কখনো রাখেন না?

উত্তরদাতা:না। আমি রাখিনা।

প্রশ্নকর্তা:এখন কি কোন ঔষধ আছে আপনার ঘরে?

উত্তরদাতা:না। এখন এমনে কোন ঔষধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:পরিবারের সদস্যের জন্য রাখছেন?

উত্তরদাতা:ঐ গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ মৌষধ এগুলা থাকে কন্টিনিউ বাসায়।

প্রশ্নকর্তা:কি কি থাকে?

উত্তরদাতা: গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ ম্যাক্সপ্রো, এগুলা থাকে। প্যারাসিটেমল থাকে আমার বাসায়। তারপর মনে করেন স্যালাইন থাকে। মাথাব্যথার ঔষধ একটা থাকে। এগুলা মানে যেগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দুইটার সময় একটা ইয়ে হয়ে গেল। স্যালাইন থাকে। এগুলা থাকে আমার বাসায়। প্রেসারের ঔষধ থাকে মার বাসায়। এগুলা থাকেই।

প্রশ্নকর্তা:এন্টিবায়োটিকের মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ কি?

উত্তরদাতা:হ্যা। এটা একটা বিষয়।

প্রশ্নকর্তা:কি এটা?

উত্তরদাতা:কোন ঔষধই মেয়াদোর্ত্তীন তারিখ, মেয়াদ গেলে খাওয়ানো ঔষধ না। কারন, ঐ ঔষধটা মেয়াদ থাকা অবস্থায় যা থাকে, মেয়াদ যাওয়ার পরে ঐটা হিসাবে বিষ হয়ে যায়। ঐটা আর কাজ তো করেইনা। আরো রিএকশন করবে। অবশ্য সব জিনিসই আপনার যেকোন ঔষধ মেয়াদ দেখে নেওয়া উচিত। এমনকি দুই একমাস থাকতেও খাওয়ানো উচিত না। আমার মতে। একমাস বাকী আছে, ঐ ঔষধ আমি কখনোই কিনিনা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখটা বলতে আমরা কি বুঝি?

উত্তরদাতা:মেয়াদ শেষের তারিখ। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার যে তারিখটা, ঐটা দেইখা কেনা উচিত সবারই। সব জিনিসেরই। শুধু ঔষধ না, সব জিনিসেরই, প্রত্যেকটা জিনিস।

প্রশ্নকর্তা:আপনি যখন ঔষধ কিনতে যান, আপনি ঔষধের কথা বললেন। তাহলে কি আপনি মেয়াদের বিষয়টা মাথায় রাখেন?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমি মেয়াদ দেইখা নিই।

প্রশ্নকর্তা:কি করেন আপনি?

উত্তরদাতা:ট্যাবলেট কিনলে নীচে এবং সিরাপ কিনলে ঐটার এযে বেস নাম্বার এবং ইয়ে মানে প্রোডাক্টটার উৎপাদন এবং মেয়াদোর্ত্তীনের তারিখ দেওয়া থাকে।

প্রশ্নকর্তা:দেয়া থাকে।

উত্তরদাতা:দেয়া থাকে। ক্যাপে দেয়া থাকে। খাপে দেয়া থাকে। ঐটা দেইখা নিই। আমি দেইখা নিই। অন্য কেউ কি করে জানিনা। অবশ্য কিছু কিছু মুমূর্ষ সময় আছে, ঐ সময় দেখার সময় থাকেনা। ঠিক আছে? ঐ সময় দেখার সময় থাকেনা। ঐগুলোতে কিছু মিস হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা:তো এন্টিবায়োটিকে মেয়াদোর্ত্তীন বলতে কি, আপনি তো আগে বললেন ঔষধের কথা। যেকোন ঔষধ।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকেও তো ঐটার মধ্যে মেয়াদ থাকে। ঐ ঔষধটাই তো এন্টিবায়োটিক। একটা ঔষধই তো আমরা জানি এন্টিবায়োটিক। একটা সিরাপ ঐটাই এন্টিবায়োটিক দিতে পারে। ঐটাইতো। ঐটা, ঐ ঔষধটার মধ্যেই তো মেয়াদ থাকে।

প্রশ্নকর্তা:ঐ একটা নির্দিষ্ট টাইমের কথা বলতেছিলেন।

উত্তরদাতা:নির্দিষ্ট টাইম থাকে। হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। এটা একটা। আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক কি মানুষের ক্ষতি করতে পারে? কখনো কি এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতা:আসলে এটা নিয়ে ঐরকমভাবে চিন্তা করিনি কখনো। বলতে পারবোনা যে ক্ষতি করতে পারে কিনা।

প্রশ্নকর্তা:আপনারা তো ঔষধ খাচ্ছেন। এন্টিবায়োটিক খাচ্ছেন। এইযে আপনি পরিবারের বড় ছেলে। আপনি বাবার জন্য ঔষধ কিনতেছেন, বাচ্চাদের জন্য, আপনার ফ্যামিলির মানুষের জন্য কিনতেছেন। সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কিনেন, আপনার কাছে কি কখনো চিন্তা হয়, যে এন্টিবায়োটিক মানুষের ক্ষতি করতে পারে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বেশী খেলে ক্ষতি করতে পারে? অতিরিক্ত যে এন্টিবায়োটিকের উপর চলে, তার ক্ষতি করতে পারে অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে ক্ষতি করে?

উত্তরদাতা: কিভাবে ক্ষতি করে,এখনো তো ঐভাবে পড়ি নাই আমি ঐটার অবস্থায়, তাই ঐটা অবস্থা বলতে পারবোনা। ঐযে মনে করেন আমি এন্টিবায়োটিক খায়য়া ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেছে। এরকমভাবে ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:কখন এটা, এই প্রবলেমটা কখন হয়, কবে?

উত্তরদাতা:এরকম ফোরটি আপ। আপনি চল্লিশ বৎসরের বয়স পরে হবে। ফোরটি আপ যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আপনার শরীরে বিভিন্ন রকম সিনটম দেখা যাবে।

প্রশ্নকর্তা:আপনাদেরতো কোন গরু ছাগল নাই। না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে আমরা লাষ্ট আরেকটা বিষয়ে একটু শুনবো। সেটা হয়ছে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স কখনো কি আপনি এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এই কথাটা শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জাতীয় অসুস্থতা কি, এটা সর্ম্পকে শুনছেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:এটা কি ধরনের সমস্যা তৈরী করে, এটা কি জানেন?

উত্তরদাতা:ঐটাই তো শুনি নাই আমি। কেমনে সমস্যা করে জানবো

প্রশ্নকর্তা:ঐযে ঔষধের কথা আমরা বলতেছিলাম। আপনি এযে ভাবীর এবং আপনার এন্টিবায়োটিকের একটা বিষয়ের কথা বলছেন যে, ঐ গ্রুপের ঔষধটা আর কাজ করতেছেনা। আমরা যদি একটা ঔষধ, এন্টিবায়োটিক যদি কোর্সটা কমপ্লিট না করি, যদি আমরা নিয়মিত না খাওয়াই, দেখা যাচ্ছে যে ঐযে আপনি বললেন যে একদিন যদি গ্যাপ দিই তাহলে কি হবে

উত্তরদাতা:ঐটা আর কাজ করবেনা।

প্রশ্নকর্তা:কাজ করবেনা। এটাকে বলা হয়, এইযে কাজ করবেনা, এটাকে বলা হয়েছে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স। তার মানে রেজিস্ট মানে হচ্ছে সে প্রতিরোধ করে দিছে। ঐযে আপনি বলছেন যে গ্রুপ পরীক্ষা করে, রক্ত পরীক্ষা করে বলছে যে, এটা তোমার আর হবেনা

উত্তরদাতা:হবেনা।

প্রশ্নকর্তা:এটাকে বলে। তো আপনার কাছে কি মনে হয় এটা কি একটা চিন্তার বিষয় এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স যদি হয়ে যায় আপনার শরীরের ভিতরে মানে এন্টিবায়োটিক যদি আর কাজ না করে এটা ৫০:০০

উত্তরদাতা:হলে তো চিন্তার বিষয়। যে আমি অসুস্থ হলাম। আজকে আমি একটা এন্টিবায়োটিক দিল। কাজ করেনা। দেখা গেল মনে করেন যে, আপনারে দিল। একটা জিনিস কাজ না করলেও প্রায় তিন চার দিন পরে কিন্তু আপনারে খাওয়ানোর পরে আপনারে ডাক্তার বলতেছে যে আপনি অন্যটা খান। তো তিনচার দিন যে আপনি খায়লেন, এই কাজটা আমি আনছি হলো পায়ের ব্যথার জন্য। খাইলাম পায়ের ব্যথার। পায়ের ব্যথা তো গেলইনা। আমার এই কাজটা কিন্তু অন্য দিক দিয়া এই অসুখটা মানে অবশ্যই মুভ করবে। আমার কাজ হলোনা। পায়ের ব্যথার। এই ঔষধটা কিন্তু অন্যদিকে মুভ করবেই। কারন ঔষধ যখন পেটে যায় তখন মনে করেন খাই পেটে। মাথাব্যথা ভালো হয়। তার ানে ঐটা পেট থেকে মাথা পর্যন্ত যায়। তাই মনে করেন যখন আমার পায়ের ব্যথাটা ভালো হলোনা, এই গ্রুপের ঔষধ কাজ করতেছেনা। অন্যদিকে মুভ করবে। অন্য আরেকটা জিনিস আমার ক্ষতি করতেছে। হয়তো আমার ক্ষুধা নষ্ট করতেছে। হয়তো আমার কিডনির দিকে এফেক্ট করতেছে। পাকস্থলিতে এফেক্ট করতেছে। কিছু না কিছুতে এফেক্ট করবেই সে। কারন এটা ওর কাজ হইলো, ওরে বানায়ছেই কিছু করার জন্য। ঔষধ বানায় কাজ করার জন্য। তো একটা কাজ না হলে সে আর একটা কাজ করবে। যেমন আমি খাইছি পায়ের ব্যথার জন্য। আমার কিডনিতে গিয়ে এফেক্ট করবে। যেমন এইযে বেশী ব্যথার ট্যাবলেট খেলে কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। আপনি জানেন মনে হয় এটা বেশী ব্যথার ট্যাবলেট খেলে কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। অতিরিক্ত গ্যাষ্ট্রিকের ট্যাবলেট খেলে কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়। কিন্তু আমরা খাইতেছি, বাধ্য হইয়া। কিছু করতে পারতেছিনা।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে আমরা এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জাতীয় যে অসুস্থতা, আপনি যেগুলো বললেন, যদি আমাদের ঔষধগুলা আর কাজ না করে এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে? কি করবো আমরা , কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:আমরা আসলে

প্রশ্নকর্তা:কিভাবে দূর করবো?

উত্তরদাতা: কিভাবে দূর করবো, আমরা মানে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারি। আর তাছাড়া তো আর আমাদের কাছে কিছু নাই। আমরা তো ঐরকম ইয়ে না যে নিজেরাই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা কিছু প্রতিরোধ করতে পারবো। বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে ওরা যা বলে, তাই। তাছাড়া আর কি।

প্রশ্নকর্তা: বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকরা আপনাকে লিখে দিল কাগজে

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিল। কিন্তু এটা কি করতে হবে? এটার জন্য আমরা যে নিয়মটা যে বলা হচ্ছে, এটা এতদিন এভাবে খাবা, এটা যদি আমরা খাবো কি খাবোনা এটা কি, এটাতো আমাদের উপরে।

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা:আপনার কাছে কি মনে হয়? যে এটা কিভাবে আমরা দূর করতে পারি। এইযে আপনি বলতেছেন, ঔষধ আর কাজ করবেনা। ঐ গ্রুপের ঔষধ আর কাজ করবেনা। তাহলে এটা কিভাবে , যাতে আবার কাজ করে বা আমার যেহেতু ঐ সমস্যাটা তৈরী না করতে পারে এটার জন্য আমরা কি করতে হবে?

উত্তরদাতা:এটা মানে হয়তো দেখা গেল আপনি যা বলতেছেন যে, যে কয়দিন দেয়, ঐ কয়দিন খেতে হবে। কিন্তু দেখা যায় যে অনেকদিন খেলেও সমস্যা। যেটা আমার ওয়াইফের হয়ছে। সবদিক দিয়েই সমস্যা আছে এন্টিবায়োটিক খেলে। না খেলেও সমস্যা, খেলেও সমস্যা। আমার মতে মনে করেন যে এন্টিবায়োটিকটা একটা ঔষধ, ডাক্তার যখন দেয় তখন যে কয়দিন, সাতদিনের দিল, সাতদিন দিয়া অফ করে দিয়া আবার সাতদিন পরে যদি সমস্যা হয় তাহলে আবার ডাক্তার দেখায়ে তারপর খাওয়া উচত। তাছাড়া খাওয়া উচিত না। আমরা তো ডাক্তার দেখাই না। আবার আরেকটা আইনা খাওয়া শুরু করে দিই। ঠিক আছে? ডাক্তারকে যে পাঁচশো টাকা লাগবো, দূর, দরকার নেই। পাঁচশো টাকা দিয়ে আরেকটা কিনে আইনা আরো সাতদিন খাই, ঠিক হয়ে যায়বো। এইযে সাতদিন খাওয়াটা, এটাই আমাদের ক্ষতি করে। এটাই হলো সমস্যা।

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে, ভাইয়া। অনেক সুন্দর সুন্দর আলাপ করছি। আপনার যদি কোন ধরনের প্রশ্ন থাকে, আপনি এখন করতে পারেন। আমার আলাপ এখানেই শেষ। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম। আমার প্রশ্ন হলো যে।

----------0000000000000----------